ভোরের কাগজ

APR 01 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএলআর-এর গুলিসহ গ্রেপ্তার খালেদকে মুজাহিদ ক্যাম্পে পাঠানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল

চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় তালেবানি অস্ত্র ট্রেনিং সম্পর্কে তদন্তে পুলিশের অনাগ্রহ

সমরেশ বৈদ্য : বৃহত্তর চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কোমলমতি কিশোর ও যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষার নামে উগ্র মৌলবাদী হরকাতুল জেহাদ সংগঠনের সদস্য করে তালেবানি অস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রামের কয়েকটি মাদ্রাসায়। পটিয়ার আল জামেয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় এ ধরনের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। পুলিশ এ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ পেলেও জামাত-বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের কতিপয় মন্ত্রী-এমপির ভয়ে তারা কোনো ধরনের তদন্ত বা তল্লাশি চালাতে সাহস পাচ্ছে না। গত শনিবার গভীর রাতে পুলিশ খালেদ হাসান (১৭) নামে এক তরুণকে ৬৪ রাউন্ড এসএলআর-এর গুলিসহ পটিয়ার ঐ মাদ্রাসা গেট থেকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত ঐ তরুণ পুলিশকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেও পুলিশ মাদ্রাসায় গিয়ে অভিযুক্ত মাদ্রাসা ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ বা তদন্তে অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছে না। অথচ অল্প কিছুদিন আগেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক, হরকাতুল জেহাদ ও তালেবান বাহিনীর যেকোনো ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পাশাপাশি তাদের সকল প্রকার সম্পত্তি ও অর্থ আটক ও বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঐ সার্কুলারে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে এ ধরনের যেকোনো তৎপরতা বন্ধ ও সব ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ চট্টগ্রামের লালখান বাজারে পাহাড় শীর্ষে অবস্থিত একটি মাদ্রাসা, পটিয়ার আল জামেয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, হাটহাজারী ও রাঙ্গুনিয়ার কয়েকটি মাদ্রাসার ওপর নজর রাখছিল। সরকারি কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থাও এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তারা উদ্ধার করেছেন। কিন্তু তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি এসব মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা পরিচালনাকারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, লালখান বাজারের ঐ মাদ্রাসাটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মুফতি ইজহারুল ইসলাম। পটিয়া, হাটহাজারী, রাঙ্গুনিয়াসহ তাদের এই ভাবধারায় পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোর একটি বিশাল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক রয়েছে। পুলিশ বা অন্য কোনো সংস্থা যদি এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে উদ্যোগী হয় তাহলেই এরা মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষার ওপর আঘাত হানা হচ্ছে— এ ধরনের অজুহাত তুলে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্রগুলোও বাংলাদেশ সরকারকে নানাভাবে প্রভাবিত করে যাতে মাদ্রাসাগুলোর ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা না হয়।

গত শনিবার রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে পটিয়া থানার এসআই শাহজাহান ভূঁইয়া খবর পেয়ে পটিয়ার জামেয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার গেট থেকে ৬৪ রাউন্ড এসএলআর-এর গুলিসহ খালেদ হাসানকে গ্রেপ্তার করেন। সে মাগুরা জেলার জনৈক হুমায়ুন কবিরের পুত্র। সে যশোর স্টেডিয়ামপাড়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতো। কিন্তু তার সেই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে ভালো না লাগায় তার পিতা তাকে পটিয়ার এই মাদ্রাসায় নিয়ে আসেন গত ২৫ মার্চ। পটিয়া এসে সে ভর্তি হতে পারেনি প্রথমদিকে।

পরে যশোরের অপর এক ছাত্র হাসান জামিলের সঙ্গে পরিচয় হয় তাদের। সে পটিয়া জামেয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। খালেদ হাসানকে সে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেবে বলে আশ্বাস দিয়ে মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্রাবাসের ১৮ নম্বর রুমে রেখে দেয়। ছেলেকে রেখে তার পিতা চলে যান বাড়িতে। খালেদ হাসান গত কয়েকদিন ঐ ১৮ নম্বর রুমে থাকার সময় বাইরের বেশ কিছু লোককে হাসান জামিলের

● শেষ-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় তালেবানি অ

● শেষের পাতার পর

কা
আসতে দেখেছে। ঐ রুমে বাকীউ
বাকী ও মামুন নামে আরো দুই মাদ্রা
ছাত্র থাকতো বলে সে জানিয়েছে। বি
সময়ে হাসান জামিল মোবাইল ফোনে ক
বলতো এবং কথা বলার সময় তাকে র
থেকে বের করে দিতো। তাকে সে এম
আশ্বাস দিয়ে বলেছে, 'তোমার থা
খাওয়া ও টাকা-পয়সার কোনো অভাব হ
না। তোমাকে আমি মুজাহিদ ক্যাম্পে
পাঠিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা করো না
গত ১৩ ফেব্রুয়ারি এই মাদ্রাসার ছাত্র
গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে ২ গ্রামবা
নিহত ও ৫০ জন আহত হয়।

ইতিমধ্যে খালেদ হাসান ঐ রুমে
বাসিন্দাদেরকে (মাদ্রাসা ছাত্র) অস্ত্র
বুলেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখেছে
এসব দেখে সে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপ
আরো বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে বলে জানায়
কৌশলে সে ৬৪ রাউন্ড গুলি ও তা
ব্রিফকেস একটি পলিথিন ব্যাগে ভর্তি ক
শনিবার রাত ৮টার পর বের হয়ে যা
মাদ্রাসা থেকে। সেই থেকে সে অপেক্ষা
করতে থাকে মাদ্রাসা গেটে। সে দা
করেছে এসব গুলি নিয়ে সে বাড়িতে গি
তার পিতাকে দেখাতো যে মাদ্রাসা
লেখাপড়ার নামে কি হচ্ছে। কিন্তু বিষয়
পুলিশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। নাই
গার্ড আবদুল আলীম ঐ তরুণ খালে
হাসানকে গভীর রাতে মাদ্রাসা গেটে দে
পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তা
করে নিয়ে যায়। তাকে আরো
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে হাজির করে
রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে। বুলেটের
পিছনে বিদেশী দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু লেখ
রয়েছে যা পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি
সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাহায্য নেওয়া
হচ্ছে এ জন্য। সঠিক তদন্ত হলে অনেক
তথ্য বের হয়ে আসবে বলে পুলিশ
কর্মকর্তারা জানান।